ঘোষণা

আমি রূপায়ণ রায় (রেজিস্ট্রেশন নং : Ph.D/Beng.(1297)/746/R-2020) **'মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য : পরিবেশবাদী পাঠের আলোকে'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

রূপায়ন রায়
25.04.24

(রূপায়ণ রায়)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Bikash Chandra Paul M.A., Ph.D.
Professor
Department of Bengali
Bankura University
Puarandarpur main campus
PIN - 722155
Former Faculty member
Tripua Central University & University of North Bengal

Residence:
Professor's Colony
Bolpur
Birbhum
Contact:9434348793/8371061238
Email: bikashcpaul@gmail.com

Ref. No. ………… **Date:**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Sri Rupayan Roy {Registration No. Ph.D./BENG-(1297)/746/R-2020, Date 09/12/2023} has prepared the thesis entitled **"মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য : পরিবেশবাদী পাঠের আলোকে" (Madhyajuger Nirbachita Bangla Sahitya : Paribeshbadi Pather Aloke)** for the award of Ph.D. degree of the North Bengal University, under my supervision. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulation in preparing the said thesis. I further certify that his thesis has not been submitted in this form to any other University or institution previously for any scholarly degree. To the best of my knowledge, it is an original research work with sufficient academic merit and fit to be adjudicated for the Ph. D. Degree by the North Bengal University. I wish him all success.

Bikash Paul
(DR. Bikash Chandra Paul)
25.04.24
Super visor

Dr. B.C. Paul
Professor
Department of Bengali
Bankura University

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language — Bangla

Submission Information

Author Name	Rupayan Roy
Title	Modhyojuger nirbachito bangla sahityo : poribeshbadi pather aloke
	1642609
Paper/Submission ID	nbuplg@nbu.ac.in
Submitted by	2024-04-15 15:15:54
Submission Date	Thesis
Document type	

Result Information

Similarity **0%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

রূপায়ন রায়
25.04.24

গবেষকের স্বাক্ষর

Bikash Paul

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

25.04.24

Dr. B.C. Paul
Professor
Department of Bengali
Bankura University

সংকেত সূচী

কা.দা.	- কাশীরাম দাস
কৃ.ও.	- কৃত্তিবাস ওঝা
কে.দা.	- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গো.গা.	- গোপীচন্দ্রের গান
গো.বি.	- গোরক্ষ বিজয়
ঘ.চ.	- ঘনরাম চক্রবর্তী
জ.ঘো.	- জগজ্জীবন ঘোষাল
জান.	- পণ্ডিত জানকীনাথ
ত.বি.	- তন্ত্র বিভূতি
দ্বি.মা.	- দ্বিজ মাধব
দ্বি.রাম.	- দ্বিজ রামদেব
না.দে.	- নারায়ণ দেব
বি.গু.	- বিজয় গুপ্ত
বি.পা.	- বিষ্ণু পাল
বি.পি.	- বিপ্রদাস পিপিলাই
বি.সে.	- বিজয়রাম সেন
ভা.চ.	- ভারতচন্দ্র
মনু.	- মনুসংহিতা
মা.গা.	- মানিকরাম গাঙ্গুলী
মা.দ.	- মানিক দত্ত
মু.চ.	- মুকুন্দ চক্রবর্তী
রা.ক.	- রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র
রা.প.	- রামাই পণ্ডিত
রা.ভ.	- রামেশ্বর ভট্টাচার্য
রূ.চ.	- রূপরাম চক্রবর্তী
শ্রী.বি.	- শ্রীকৃষ্ণবিজয়
হ.বন্দ্যো.	- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

পরিবেশভাবনা আধুনিকযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশের প্রতি ছোটবেলা থেকেই আমি একটা ভিন্নরকম টান অনুভব করি। 'আরণ্যক' পড়বার পর সেই টান ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। পরবর্তীকালে আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়, পরিবেশ নিয়েই গবেষণা করার কথা চিন্তা করতে বললে আমি এককথায় রাজি হয়ে যাই। তাঁরই সান্নিধ্যে আমি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে পড়তে শুরু করি। আমার বর্তমান বিষয় **'মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য : পরিবেশবাদী পাঠের আলোকে'** স্যারের সঙ্গে আলোচনার করেই নির্বাচিত করি। এরপর তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ করতে শুরু করি। তাঁরই পরামর্শে, উৎসাহে গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পরিকল্পনা করেছি।

মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে কিন্তু পরিবেশ ভাবনার দিক থেকে কোনো কাজ হয়নি। পরিবেশবাদী পাঠ (Ecocriticism) বিশ শতকের শেষার্ধের বহুল চর্চিত একটি সাহিত্যিক বিষয়। নয়ের দশকে সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভিদ নিয়ে বিশ্বজিৎ কর্মকার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর গ্রন্থটির নাম 'বাংলা সাহিত্যে উদ্ভিদ'। এছাড়াও 'প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা' নামক একটি গ্রন্থ লিখেছেন শুভেন্দু গুপ্ত। প্রাচীন ভারতের পরিবেশ নীতির উপর একটি গ্রন্থ লিখেছেন করুণাসিন্ধু দাশ, তাঁর গ্রন্থটির নাম 'প্রাচীন ভারতের পরিবেশ নীতি : সংস্কৃত শাস্ত্র, সাহিত্য দর্পণে'। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের রচনায় পরিবেশবাদ কীভাবে উঠে এসেছে সেগুলি নিয়েও বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, দেবলীনা মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ : পরিবেশভাবনা ও প্রয়োগে', অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা' ইত্যাদি। প্রাচীন ভারত এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হলেও মধ্যযুগ নিয়ে কোনো গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পথ ধরেই, ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিগণ পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন মনে করার কারণ নেই। সেই ভাবনা থেকেই এই গবেষণা বিষয়ে উৎসাহ বোধ করি।

আমার এই গবেষণাকর্মের সঙ্গে যাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমেই যাঁর কথা বলব তিনি আমার পথপ্রদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক ড. বিকাশ চন্দ্র পাল। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। একটা সময় যখন আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার আর গবেষণা করা হয়ে উঠবে না ঠিক সেই সময় তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তাঁর উৎসাহ এবং মূল্যবান সুপরামর্শ আমাকে সহায়তা ও অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর প্রতি রইল আমার বিনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধা। তাঁর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আমার পি.এইচ.ডি.-এর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়। বর্তমানে তিনি বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তাঁর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে, প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিয়েই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করি। আমার RAC-এর এক্সটার্নাল এক্সপার্ট উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানি বিভাগের অধ্যাপক ড. মনোরঞ্জন চৌধুরীর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে অশেষ সহায়তা করেছেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভিন্ন সময়ের বিভাগীয় প্রধানসহ বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপকদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এবার যার কথা না বললেই নয় তিনি আমার সহধর্মিনী অনন্যা রায় ভৌমিক। তাঁর সহায়তা ছাড়া এই গবেষণাকর্মটি কোনোদিনই সম্পন্ন হতে পারত না। সংসারের সমস্ত কাজ নিজ হাতে সামলে প্রতি মুহূর্তে যে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বাহুল্য মাত্র। আমার ছেলে অন্তরীপ সেও বাবার কাজের গুরুত্ব বুঝত। বাবার বইগুলির প্রতি ওর গভীর টান। আমাকে পড়তে বসতে দেখলে সে কোনোদিন ডিস্টার্ব করেনি। এদের দুজনের প্রতি রইল আমার গভীর ভালোবাসা। আর দুটি মানুষের কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন আমার পিতা নরেশ চন্দ্র রায় এবং মাতা সুমিত্রা রায়। এই দুজনের প্রতিও রইল আমার গভীর ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মী, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মী, বাংলা বিভাগের শিক্ষাকর্মী রাজীব গোস্বামী এবং রমেশ সিংহ রায়ের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ঋণ স্বীকার করছি গুগল সার্চ, শোধগঙ্গা, Plants of the World Online, Flowers Of India-এর।

এসব প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্কুল কর্তৃপক্ষকেও। এছাড়াও আরো অনেকে যারা আমার গবেষণাকর্মের জন্য প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা রইল। কৃতজ্ঞতা জানাই ভ্রাতৃপ্রতিম বিশ্বজিৎ মজুমদারকে। গবেষণাকর্মটির মুদ্রণের কঠিন দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদার্হ্য।

রূপায়ণ রায়
25.04.24

রূপায়ণ রায়
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়